তৃতীয় খণ্ড

শিবরাম চক্রবর্তী

সম্পাদনা

সুশান্ত রায়চৌধুরী

বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

Lekhay Shibram Ankay Srisaila (3)
by
Shibram Chakraborty

ISBN : 978-93-92722-63-9

No part of this work can be reproduced in any form without the written permission of the copyright holder and the publisher

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শৈল চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ রূপায়ণ: অর্ক চক্রবর্তী
ফটোশপ : তুষার মাজি

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯০৫১০১১৬৪৩/৯৮৩১০৫৮০৪০
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

সূচিপত্র

বিজয়ার পর দিগ্‌বিজয়!	৫
অদ্‌ভৌতিক	১৩
বৈজ্ঞানিক ভ্যাবাচাকা	২৭
নিজের ভূত নিজে দেখা!	৩৬
মুষ্ঠিযোগ	৪৩
টাইম বোম?	৫১
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়!	৬০
আমার অচেনা বন্ধু	৬৮
বিবেকের প্রাদুর্ভাব	৭৭
কর্মযোগীর কর্মভোগ	৮৬
জুতোকে যুতসই করা!	৯২
প্রধান অতিথি	১০১
কাকাবাবুর জমা-খরচ	১০৮
বিনির এক কাণ্ড!	১১৬
কারুক্ষে হাত দেখিয়ো না!	১২৬
একটা ভূতুড়ে কাণ্ড	১৩২
জুজু	১৩৮
চোরের ওপরে যায় যারা!	১৪৮
পক্ষী চেনা ভারি শক্ত!	১৫৯
গুরুচণ্ডালি	১৬৭
পৃথিবীতে সুখ নাস্তি!	১৭৪
শর্ট কাট	১৮৬
ফ্ল্যাটে থাকাই মানে	১৯৩
চোখের ওপর ভোজবাজি	২০৩
কল-কারখানার গল্প	২১৩
যুদ্ধ যাকে বলে	২২০
গদাইয়ের গাড়ি	২৩১

'তার মানে— তোমার বাপের বাড়ি, আমাদের মাতুলালয়।' জুলু কী করে মানে করতে হয় ভালোই জানে।

'তার মানে— তোরা আমাকে এই এখানে টেনে এনেছিস?' মামা রাগে যেন ফেটে পড়লেন— 'এই করেছিস তোরা!' বলে ক্রোধে ক্ষোভে তিনি চোখ খুলে বার বার চারধার দেখলেন, দেখে উথলে উঠলেন তৎক্ষণাৎ।

'কেন কী হয়েছে তাতে?' ক্ষুব্ধকণ্ঠে আমি বললাম।

'কী হয়েছে! আমার বউ ছেলে সব পড়ে রইল সেখানে'— নাচতে লাগলেন নকুড় মামা— 'পুজোর ছুটিতে আজ সকালেই আমরা সবাই বেড়াতে গেছি কলকাতায়। আমার বউ ছেলে সব পড়ে রইল সেই হোটেলে! আর তোরা কিনা—!'

'তোরা কিনা— তোরা কিনা' —রাগে মামার আর রা বেরোয় না।

নাচতে থাকেন নকুড় মামা।

আমরা সকলে কান পেতে একমনে শুনবার চেষ্টা করি— সমবেত চেষ্টায় আমাদের বুকের টিক-টিক ধ্বনিও কানের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'পাগলামি!' হেসে উঠলেন আমার মুখোমুখি ভদ্রলোক। 'কোথায় টিক-টিক তার ঠিক নেই—'

'না, শোনা যাচ্ছে ঠিক।' সংবাদ পাঠক ম্লানমুখে জানালেন: 'দিব্যি শোনা যাচ্ছে— টিক-টিক— টিক-টিক— টিক-টিক—'

'সঠিক— আমিও শুনতে পাচ্ছি এবার।' আমার ও-পাশের মুরুব্বি চেহারার এক ব্যক্তি এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিলেন— কিচ্ছু বলেননি, কিন্তু এতক্ষণ পরে তিনিও না বলে পারলেন না। নিজের মত ব্যক্ত করার সুযোগ নিলেন।

দৈবাৎ। সেও এক পাশে বসে শরবত সিপ করছিল। অনেকদিন পরে দেখা, প্রায় তিন বছর পরে, বিপিন তাঁকে ছাড়তেই চায় না সহজে। তিন বছর আগে বিপিন তার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার নিয়েছিল, কিন্তু কী কারণে, কত কী কারণে, এতদিনেও টাকাটা শোধ দিতে পারেনি, অবিনাশকে খোলসা করে সেই কথা বোঝাতেই, পনেরো মিনিট লেগে গেল বিপিনের।

বিপিনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে, তার বাকপটুতার আক্রমণ বাঁচিয়ে, অগত্যা— তাকে আরও পাঁচ টাকা ধার দেবার প্রলোভন সংবরণ করে, এমনকী ওকে

একেবারে পরিচিতের মতো এসে সে ঘরে ঢোকে। জুতোর বাক্সটাকে চেয়ার করে বসে আমার সামনেই।

অবাক কাণ্ড! চিনি না তো একে! অথচ চেনা চেনা বোধ হচ্ছে যেন, খুব ভালো করে লক্ষ করলে মনে হয়, হয়তো আয়নার মধ্যেই কখনো দেখে থাকতে পারি! আকার-প্রকার অনেকটা আমার সঙ্গেই খাপ খায়— অষ্টাবক্রতা বাদ দিলে হুবহু আমারই পকেট এডিশন! আমার প্যারডি যেন!

তার এরূপ আচরণে আমি যে মর্মাহত হলাম তা বলাই বাহুল্য। ওর হীনদৃষ্টির মধ্যে meanness লক্ষ করে ওর নাম দিলাম আমি— মীনাক্ষি। বেশ সংস্কৃত রকম একখানা— কেউ বলতে পারবে না যে খুব বদনাম দিয়েছি।

ক-দিন বাদে যতীন আর বোকেনের সঙ্গে আবার দেখা। যতীন বললে: 'কী বাবা! চালাচ্ছ খাসা! চালাক ছেলে, এই আক্রার বাজারে একটা খরচা বাঁচিয়ে ফেললে— বেশ বেশ!'

'ডিমের ভাবনা রইল না আর। মন্দ কি?' বোকেন তার সঙ্গে যোগ দিল।

'তোমরা বলচ কী!' অবাক হলাম আমি।

'কী আর বলব! ভাগ্যবানের ডিম ভগবানে জোগায়— তাই বলছিলাম।'

'ডিম? হ্যাঁ, ডিমই বটে! ডিম দুরে থাক—' ভগ্নকণ্ঠে মীনাক্ষির

চকচকে আনিটা ঈষৎ ইতস্তত করেই হাতছাড়া করলেন বেণীখুড়ো।

'আজ্ঞে আরও, আরও তিন আনা দিতে হবে যে!'

'চার আনা! চার আনা কেন? চার পয়সা করেই তো বরাবর কিনছি, চার প্যাকেট তো না, এক প্যাকেট চেয়েছি কেবল!'

'আজ্ঞে ওই এক প্যাকেটই চার আনা! বুঝতে পারছেন না—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। যুদ্ধ বেধেছে যে! তাই নয় কি? ওষুধপত্রের দাম তো বাড়বেই। সবই তো বিলেতের আমদানি বলতে গেলে। ক্যাফিয়াস্পিরিন তো আবার বেয়ার কোম্পানির, আসল জার্মানি— তাই না? চার আনা দিয়েও যে পাওয়া যাচ্ছে এই ঢের!'